দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 08 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

সবার জন্য শিক্ষাঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ভূমিকা

খন্দকার শহিদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক,
সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম

শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে মানুষের এই মৌলিক অধিকারটির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অতীতে তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য তেমন সুষ্ঠু পরিকল্পনাও গৃহীত হয়নি। ফলে এ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসেও আমাদের শিক্ষার হার ১৯৯১ সালে আদমশুমারী অনুসারে মাত্র ২৪.৮%। একবিংশ শতাব্দী আমাদের সামনে এসে পড়েছে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এখন নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিকাশের জয় জয়কার। মানব সভ্যতার এ জাগরণের মিছিলে সামিল হতে আমাদের শিক্ষার ভিত নির্মাণ করা দরকার। সময় ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী মেধাবী, সৃজনশীল মানব সম্পদ উন্নয়নের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বজন স্বীকৃত তিনটি স্তর, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে একটি শিশু লেখা, পড়া ও গণনা শেখার জগতে প্রবেশের পাশাপাশি অর্থপূর্ণ ও উন্নত জীবন যাপনের কলাকৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা. এসব বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সরকার দেশব্যাপী শুধু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেননি, প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং সর্বোচ্চ আর্থিক বরাদ্দ নিয়ে সর্বাঙ্গিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা জোরদার করে এবং দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এ বিভাগেরদায়িত্বেরয়েছেন।

বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সাল নাগাদ "সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে বিশ্বের ১৫৫টি দেশের সরকার প্রধানদের নিয়ে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের স্বাক্ষরদাতা দেশ। এছাড়া বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত শিশুর উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ শীর্ষক সম্মেলনের স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এ সম্মেলনে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সকল শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার প্রেক্ষিতে সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় পর্যায়েই ব্যাপক পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করাহয়েছে।

বাংলাদেশে ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা ঃ

২০০০ সালে পৌছতে আর মাত্র সাত বছর বাকী। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৭.৮%। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে ১৯.৭% ছিল। ১৯৯১ সালে আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার ২৪.৮২% এ দাঁড়িয়েছে। আমাদের সাক্ষরতার হার যদি এই গতিতে বৃদ্ধি পায় তবে ২০০০ সাল পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি গভীরভাবে ভাববার বিষয়।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছেঃ

১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ৩৭,৭৪০টি
২। রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ৮,৮৩০টি
৩। রেজিষ্ট্রেশনের জন্য অপেক্ষমান বিদ্যালয়ঃ ৪,৬৮৮টি
৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা ঃ ২,৫৮৩টি
৫। কিণ্ডার গার্টেনঃ ২,৫০০টি
৬। ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ঃ ১৬,০২৮টি
৭। উচ্চতর মাদ্রাসার ইবতেদায়ী শাখা ঃ ৬,০৮৬টি
৮। মসজিদ, টোল, ও অন্যান্য ঃ ২৩৯টি

প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে দেখা যায় প্রতি ২ বর্গ কিলোমিটারের জন্য বর্তমানে ১টি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা দানে নিয়োজিত আছে। বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ৪০০০ নতুন স্কুল স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় গৃহ পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রায় ২৫ হাজার বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ/মেরামত কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিশু ভর্তির হার অনেক বেড়েছে। এই বৃদ্ধি প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতকরা ৯৫ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ের আওতায় আসবে। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের সংখ্যা ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫০ হাজার। এর মধ্যে শতকরা ৭৬ ভাগ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রয়েছে। ২০০০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের সংখ্যা ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪০ হাজার এ দাঁড়াবে। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের যে সুবিধা আছে তা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি পূর্ণাংগ জরিপ করতে হবে। অনুমান করা হচ্ছে যে ২০০০ সাল নাগাদ ১ লক্ষ শ্রেণীকক্ষ অতিরিক্ত নির্মাণ করতে হবে।

প্রত্যেক বছর বিদ্যালয়ে যে সকল শিশু ভর্তি হয় তার সিংহ ভাগ (প্রায় ৬০%) ৫ম শ্রেণীতে উঠার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। শিশুদের এই বিদ্যালয় ত্যাগ আমাদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। সকল শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতায় এনে ভর্তি করার চেয়ে তাদের ৫ম শ্রেণীর পাঠ সমাপণ পর্যন্ত ধরে রাখাও একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করে বিভিন্ন পর্যায়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে নমনীয় প্রমোশন পদ্ধতি, আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় পাঠক্রম রচনা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপন, টয়লেট নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ঝরে পড়া ও শিশুদের একই শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তি রোধ করে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছেঃ—

ক) শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করে গড়ে তোলার জন্য এবং দূরবর্তী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মধ্যবর্তী স্থানে সেটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন।
খ) শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ
গ) পাঠক্রম পরিমার্জন।
ঘ) শিশুকে বিদ্যালয়ের প্রতি উৎসাহী ও ৫ বৎসর শিক্ষাকাল সমাপ্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
ঙ) সমাজের সর্বস্তরের সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।
চ) সরকারী ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা।
ছ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক অভিভাবক সমিতির কার্যাবলী আরো বাস্তবমুখী ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
জ) স্থানীয় পর্যায়ে সকল স্তরের জনগণকে শিক্ষার সাথে যুক্ত করার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকার আরো গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করছে।

১। স্বল্প ব্যয়ে আরো শ্রেণী কক্ষ/স্কুল নির্মাণ।
২। শিক্ষা গ্রহণের চাহিদা বৃদ্ধি বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ।
৩। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
৪। প্রাথমিক শিক্ষায় আরো অধিক অর্থবরাদ্দ।
৫। শিক্ষা উপকরণ আরো বাস্তব ভিত্তিক ও শিক্ষাদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পঃ

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী হোলঃ